বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য
(১৯১৭-১৯৮২)

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের একজন অনন্য রত্ন হলেন বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য। তাঁর সময়কাল ১৯১৭-১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ। তিনি কলকাতায় দর্শন শাস্ত্র বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন এবং অনেক বৎসর পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ইংরেজি, বাংলা এবং সংস্কৃত ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ইংরেজি ভাষায় কয়েকটি দার্শনিক গ্রন্থ এবং বাংলায় দশটি কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। এরপর ১৯৬৭ সালে তিনি সংস্কৃত ভাষায় লেখা শুরু করেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় বারটি নাটক রচনা করেন, তিনি' উমর খয্যাম কী রুবাইয়াঁ'এর অনুবাদ করেছিলেন।'কপালিকা' তাঁর রচিত সনেট সংগ্রহ।

বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্যের সাহিত্যকৃতির ছাপ বহুভাষায় প্রতিফলিত হলেও, নাট্যকার এবং কবি রূপে তার অসামান্য কৃতিত্ব প্রতিফলিত হয় সংস্কৃত রচনা আর মাধ্যমে। তার রচিত প্রথম সংস্কৃত নাটক হল 'কালিদাসচরিতম্'। এখানে মহাকবি কালিদাসকে তিনি এক নতুন রূপে চিত্রিত করেছেন। কালিদাস সম্পর্কে যে সমস্ত কিংবদন্তির উল্লেখ আমরা পাই যেমন; কালিদাস অতীব মূর্খ ছিলেন, তিনি গাছের যে শাখাতে বসে ছিলেন সেই শাখাই কেটে ফেলেছিলেন-ইত্যাদি সমস্ত কিংবদন্তিকে তিনি অস্বীকার করেছিলেন এবং কালিদাসকে একজন দরিদ্র ও প্রতিভাবান কবি হিসাবে উল্লেখ করেছেন, যার প্রেম ছিল রাজা বিক্রমাদিত্যের কন্যা মঞ্জভাষিণীর সঙ্গে, আর তাই রাজা থাকে নির্বাসিত করেছিলেন। এই নাটকের তুলনা হিন্দি সাহিত্যিক মোহন রাকেশ রচিত'আষাঢ় কা পেহলা দিন' নাটকের সঙ্গে করা হয়।

ভট্টাচার্য রচিত দ্বিতীয় রূপক হল 'গৌরীশংকর'। যা মহাপ্রভু চৈতন্যের জীবনচরিতের উপর রচিত। এই গীতিনাট্য পাঁচ অঙ্কে রচিত। এটি ৮১ টি গানের সংকলন, এখানে ৬টি রাগ এবং ৭৪টি রাগিনী রয়েছে। এখানে চৈতন্যকে একজন বিদ্রোহী এবং গোঁড়া চরিত্র হিসেবে দেখানো হয়েছে। এই রূপকের ভূমিকা অংশে লেখক তাই বলেছেন-"I have depicted Gauranga as an extra-ordinary dedicated rebel (not a God in human grab) who primarily aimed at a social revolution through abolition of the perniciously custom-ridden caste system and preaching the lesson of universal love which he himself practiced."

বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য রচিত'কলাপিকা'(১৯৬০) হল একটি সংস্কৃত সনেট সংগ্রহ। সনেট হল চতুর্দশ মাত্রা এবং চতুর্দশ লাইন বিশিষ্ট অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। সনেট ইংরেজি

কবিতায় একটি প্রসিদ্ধ ছন্দ। শ্রীভট্টাচার্য এই সনেটের সঙ্গে সংস্কৃত ছন্দের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছিলেন। তাই তিনি স্ব কবিত্ব প্রতিভাকে সম্মোধন করে বলেছেন-

"রদসি তরুণাঃ কুর্বতে বিপ্রলীলাঃ।
মুদং যান্তিস্তেনাস্তনুপণধনাঃ ধীবরাঃ।।"

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে ভট্টাচার্য মহোদয়ের গুরুত্বপূর্ণ যোগদান রয়েছে। তিনি সাতখানি সংস্কৃত নাটক রচনা করেছেন-'কবিকালিদাসঃ', 'শার্দুলশংকরঃ', সিদ্ধার্থচরিতম্, বেষ্টনব্যায়োগ, গীতগৌরাঙ্গম্, শরণার্থীসংবাদঃ, এবং শূর্পণখাভিসারঃ। তন্মধ্যে 'গীতগৌরাঙ্গম্' হল গীতিনাট্য।'শূর্পণখাভিসারঃ' পৌরাণিক কাহিনী নির্ভর গীতিনাট্য।'সিদ্ধার্থচরিতম্' এ গৌতম বুদ্ধের উপদেশাবলী প্রকটিত হয়েছে যা বর্তমান সমাজে চলমান হিংসা ও হানাহানি দমনে যুগোপযোগী। 'শার্দুলশকটম্'এবং 'বেষ্টনব্যায়োগঃ' রূপক দুটি সমকালীন সামাজিক স্থিতির উপর রচিত। উক্ত নাটক দুটিতে নাট্যকার পারম্পরিক নাট্য নিয়মের কোথাও পালন করেছেন, কোথাও বা উলঙঘন করেছেন। 'বেষ্টনব্যায়োগঃ'ব্যায়োগ জাতীয় রূপক হলেও, ব্যায়োগের লক্ষণ এখানে অন্বিত হয় নি। এর নাটকীয় পাত্র দেবতা বা অসুর নয়, একজন মনুষ্য। সাধারনতঃ ব্যায়োগে প্রবেশকের প্রয়োগ থাকেনা, কিন্তু এক্ষেত্রে নাট্যকার প্রবেশকের প্রয়োগ করেছেন।

ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের অন্যান্য প্রসিদ্ধ রচনাগুলি হল- মার্জিনাচাতুর্যম্ নাটক (আলিবাবা ও চল্লিশ চোরের কাহিনী আশ্রিত), চার্বাকতান্ডবম্ নাটক(চার্বাক মতের সঙ্গে অন্যান্য দর্শন সম্প্রদায়ের বিবাদনির্ভর),'সুপ্রভাস্বয়ংবরম্'নাটক(অষ্টাবক্র ও সুপ্রভার প্রণয়), মেঘদৌত্যম্ নাটক (মেঘদূতের উপর রচিত), লক্ষণব্যয়োগঃ(নকসালবাদী আন্দোলনের উপর), শরণার্থীসংবাদঃ নাটক (বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর সেখানকার তৎকালীন স্থিতি নির্ভর) ইত্যাদি।

আধুনিক সংস্কৃত কবিতা রচনার গতানুগতিক পন্থা বহির্ভূত এক নতুন পথের কান্ডারী হলেন শ্রী বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য।